তারিখ ... ২৪।৮।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৪ ...

নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ানের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও গবেষক জনাব নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান গতকাল ভোরে মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে .... রাজেউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

গতকাল বাদ মগরেব বায়তুল মোকাররম মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। মরহুমের লাশ আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়েছে।

মরহুম নাজিরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে কথাশিল্পী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বিভাগ পূর্বকালে কলকাতা থেকে ছায়াবীথি ও প্রান্তিকা নামে দুটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সাময়িকীও সম্পাদনা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

করেন। এই সূত্রেই কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভাগ পূর্বকালেই 'সোনালী স্বপন, স্বর্গীয় পলিটিক্স, পয়সা' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ এবং 'দুর্বি পাক, জীবনের জয়যাত্রা' ইত্যাদি উপন্যাসের জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেন। কৃষক জীবনের রূপান্তর, রাজা জমিদারের কাহিনী ও সমাজচিত্র রচনায় তাঁর বাস্তবতাবোধ ও দক্ষতা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নীচু শ্রেণীর জীবনচিত্র তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

মূলত কথাশিল্পী হলেও নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বাংলা সাহিত্যের গবেষক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং একটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে সুধী সাহিত্যিক মহল ও পন্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চার খন্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ বিশেষ প্রশংসিত। শিক্ষা এবং শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। দূর-দূরান্তরে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী। মরহুমের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২। এছাড়াও বাংলা দেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে।

তিনি ১৯০৬ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং স্কুলের অধ্যাপক এবং দেশ বিভাগোত্তরকালে ঢাকা ও ময়মনসিংহের টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক, পরে খুলনা বি এল কলেজ এবং রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্যে তিনি ১৯৮১ সালে নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। বগুড়া সাংস্কৃতিক সংঘও তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে সংবর্ধিত করে।

ব্যক্তিগত জীবনে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ছিলেন স্বল্পভাষী, সদালাপী ও সুরসিক।